بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ   وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খু ত বা জু ম আ

আঁ-হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাসম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত খাব্বাব বিন আল আরত (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারকে প্রদত্ত

৮ মে ২০২০ তারিখের খুতবার সংক্ষিপ্তসার

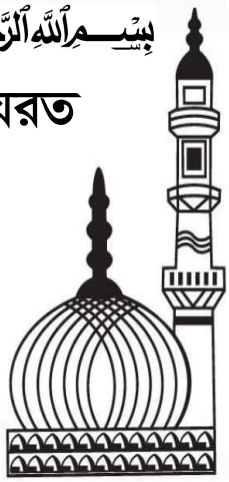

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بعد فاعوذ بالله من الشيطٰن الرجيم ۔ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ আমি বদরী সাহাবী হযরত খাব্বাব বিন আল্ আরত (রাঃ)এর স্মৃতিচারণ করব। হযরত খাব্বাব বনু সা'দ বিন যায়দ গোত্রভুক্ত ছিলেন; তার পিতার নাম ছিল আরত বিন জানাদালাহ। ইসলামের পূর্ব যুগে তাকে কৃতদাসরূপে মক্কায় বিক্রি করে দেয়া হয়। তিনি প্রথমদিকের মুসলমানদের মধ্যে ষষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন এবং সেই অগ্রগণ্য মুসলমানদের একজন ছিলেন যারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ করার ফলে ঘোর বিরোধিতা ও চরম অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। হযরত খাব্বাব মহানবী (সাঃ)এর দ্বারে আরকাম থেকে তবলীগি কার্যক্রম আরম্ভ করার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন আমি মহানবী (সাঃ)এর নিকট নিবেদন করি-আপনি কি আমাদের ঐশী সাহায্যের জন্য দোয়া করবেন না,তিনি (সাঃ) উত্তরে বলেন, 'তোমাদের পূর্বে এমন এমন মানুষ গত হয়েছে,যাদের এক এক ব্যক্তির জন্য মাটিতে গর্ত করা হত, তারপরে তাদের এক একজনকে ঐ গর্তে পুঁতে দেওয়া হতো এবং তারপরে তাদের মাথায় করাত চালিয়ে তাদেরকে দু'টুকরো করে ফেলা হতো, তবুও তারা তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি। তাছাড়াও লোহার সাঁড়াশি দিয়ে তাদের শরীরের মাংস হাড্ডি থেকে এবং পিঠ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আলাদা করা হতো কিন্তু তবুও বিরোধীরা তাদেরকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তারপর আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালার কসম,আল্লাহ্‌তায়ালা অবশ্যই এই কাজকে পরিপূর্ণতা দান করবেন, এমন কি একজন আরোহী সানা থেকে হাযরমত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে কিন্তু তাদের শুধুমাত্র আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কাউরির ভয় থাকবে না অথচ তোমরা ধৈর্য ধারণ করতে পার না।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) কামারের কাজ করতেন; তলোয়ার তৈরী করতেন। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সঙ্গে উনার স্নেহের সম্পর্ক ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতেন। যখন তাঁর স্ত্রী জানতে পারল যে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করছেন, তখন সে হযরত খাব্বাব (রাঃ)এর মাথার উপরে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিত। হযরত খাব্বাব (রাঃ) যখন হযরত রসুলে করীম (সাঃ) কে এ সম্পর্কে অভিযোগ করলেন, তখন তিনি (সাঃ) আল্লাহর সাহায্য চাইলেন। ফলতঃ এক সময় তাঁর স্ত্রীর মাথায় এমন কোন অসুখ হল যে তার মুখ থেকে কুকুরের মত আওয়াজ বার হত। এবং তাকে বলা হল যে গরম লোহার ছ্যাঁকা যেন তার মাথায় দেওয়া হয়। অতএব হযরত খাব্বাব (রাঃ) তার মাথায় গরম লোহার ছ্যাঁকা দিতেন। বাধ্য হয়ে উনার স্ত্রী নিজেই হযরত খাব্বাব (রাঃ) এর মাধ্যমে নিজের মাথায় গরম লোহার ছ্যাঁকা দেওয়াত।

একদা হযরত খাব্বাব (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)'র দরবারে যান। তিনি (রাঃ) তাকে ডেকে নিজের কাছে বসান আর বলেন, তার কাছে বসার অধিকার হযরত খাব্বাবের চেয়ে বেশি আর কারও নেই, শুধুমাত্র একজন ছাড়া। খাব্বাব (রাঃ) জানতে চান, 'হে আমীরুল মুমিনীন, তিনি কে?' হযরত উমর (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)'র নাম উল্লেখ করলে হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলেন, তার অধিকার আমার চেয়ে বেশি হতে পারে না; কারণ তিনি যখন মুশরিকদের অধীনে ছিলেন, তখন কারও না কারও মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লা তাকে অত্যাচার থেকে উদ্ধার করতেন। কিন্তু আমাকে বাঁচানোর কেউ ছিল না। খাব্বাব (রাঃ) একদিনের ঘটনার উল্লেখ করেন যেদিন তাঁকে কিছু লোক ধরে ফেলে এবং সকলে মিলে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় এবং জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুইয়ে তাঁর বুকের ওপর একজন পা দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়; সেই আগুন এবং উনার চামড়ার মাঝে অন্য কোন কিছুর ব্যবধান ছিল না। এমন কি চামড়া এবং চামড়ার নিচের চরবী গলে সেই জলন্ত আগুনকে ঠাণ্ডা করার বৃথা প্রয়াস করছিল মাত্র।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) হযরত খাব্বাব (রাঃ)'র ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এর ওপরে ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সবচাইতে অত্যাচারিত ব্যক্তিগণ কৃতদাস ছিলেন। হযরত খাব্বাব বিন আল আরত যিনি একজন কামার ছিলেন, তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই রসুলে করীম (সাঃ)এর ওপরে ঈমান এনেছিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা উনার ওপরে ভীষণ অত্যাচার চালায় এমনকি উনার কামারশালার চুলো থেকে জলন্ত কয়লার অঙ্গার বার করে তার ওপরে উনাকে শুইয়ে দিত এবং বুকের উপরে ভারী পাথর রেখে দিত। যেন তিনি নড়তে চড়তে না পারেন। উনি কাজের দরুন যাদের যাদের কাছে মজুরী পেতেন তারা সেই মজুরী দিতে অস্বীকার করে। এত সব শারীরিক ও আর্থিক অত্যাচারের পরেও তিনি এক মিনিটের জন্যও নিজের ঈমানের দূর্বলতা দেখান নি বরঞ্চ ঈমানে আরও শক্ত হয়ে যান।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার নওমুসলিমদের একজন হযরত খাব্বাব (রাঃ)এর উলঙ্গ পিঠ দেখে ফেলে, আসলে হযরত খাব্বাব (রাঃ)এর পিঠের চামড়া কোন মানুষের মত ছিল না বরঞ্চ তা দেখতে কোন পশুর মত লাগত। তাই দেখে ঐ নও-মুসলিম ভয় পেয়ে যায় এবং উনাকে জিজ্ঞেস করে যে, এটা কোন অসুখ? হেসে উত্তর দেন যে এটা কোন অসুখ নয়! বরঞ্চ এটা ঐ

সময়কার ঘটনা, যখন আমার মত নও-মুসলিম কৃতদাসদেরকে আরবের লোকেরা মক্কার গলীতে গলীতে শক্ত ও এবড়ো থেবড়ো পাথুরে রাস্তায় ছেঁচড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো। এরকম অত্যাচার প্রতিনিয়ত তারা করে যেত, ফলে আমার পিঠের চামড়া আজকে এরূপ অবস্থা।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, আবু খালেদ থেকে বর্ণিত আছে যে, 'একবার আমরা মসজিদের ভেতরে বসেছিলাম, এমন সময় হযরত খাব্বাব (রাঃ) এলেন ও চুপচাপ সেখানে বসে গেলেন। সাথীরা বললেন যে, আপনি কিছু বলুন। হযরত খাব্বাব (রাঃ) বললেন যে, আমি আমি কী উপদেশ দেব? পাছে এমন না হয় যে আমি এমন উপদেশ দিয়ে বসি, যা আমি নিজেই পালন করি না!' আল্লাহ্তায়ালার ভয় ও তাকওয়ার এমন উন্নত মান ছিল ঐসব ব্যক্তিদের মাঝে।

ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাহাবীদের মধ্যে কোন একজন একদিন হযরত খাব্বাব (রাঃ)এর অসুস্থতায় উনাকে দেখতে আসেন। তিনি হযরত খাব্বাব (রাঃ) কে বলেন, 'আপনি একথা স্মরণ করে প্রশান্তিলাভ করুন যে, আপনি অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে হাউজে কওশরে যাবেন।' তিনি সেই সাহাবীকে উত্তরে বলেন, 'আপনি আমার সামনে ঐ সাহাবীদের কথা বলছেন, যিনারা নিজেদের ত্যাগের প্রতিদান কিছুই নিয়ে যেতে পারেননি। আর আমি তো এখন পর্যন্ত পার্থিব অনেক কিছুই ভোগ করে ফেলেছি।' তিনি বেদনার্ত হয়ে বলেন, 'আমার শংকা হয়–আমাদের পুণ্যের প্রতিদান এই পৃথিবীতেই দেয়া হয়ে যাচ্ছে না তো!

হযরত খাব্বাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সঙ্গে হিজরত করেছিলাম। আমরা আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ কামনা করতাম ও আমাদের কর্মের প্রতিদান আল্লাহ্র জিম্মায় ছেড়ে দিতাম। আমাদের মাঝে এমনও ছিল, যে মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু সে তার কর্মের প্রতিদান হিসাবে কিছুই ভোগ করে যেতে পারেনি। তাদের মধ্যে হযরত মুসআব বিন উমায়ের আছেন এবং আমাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছেন যারা প্রতিদান হিসাবে এখনও ফল পেয়ে যাচ্ছে। হযরত মুসআব (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন। উনার কাফনের জন্যে মাত্র একটা চাদর পেয়েছিলাম। যাতে আমরা যখন তাঁর মাথা ঢাকতাম তখন পা বেরিয়ে যেত এবং যখন পা ঢাকতাম তখন মাথা বেরিয়ে যেত। তখন হযরত নবী করীম (সাঃ) এর কথায় মাথা ঢেকে দেওয়া হয় ও পায়ের ওপরে ঘাস দিয়ে দাফন করা হয়।

হযরত যায়েদ বিন ওহাব বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত আলী (রাঃ)এর সাথে সিফফিনের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন কুফার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাই, তখন ডানদিকে সাতটি কবর দেখতে পাই। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন যে, এগুলো কার কবর? লোকেরা বলে যে, আমিরুল মোমেনিন! আপনার সিফফিনের উদ্দেশ্যে বার হওয়ার পরে হযরত খাব্বাব (রাঃ)এর ওফাত হয়ে গিয়েছে। উনি ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, উনাকে যেন কুফার বাইরে যেন দাফন করা হয়। তখনকার প্রথা ছিল যে, পুরুষদেরকে উঠানে এবং ঘরের দরওয়াজা সংলগ্ন করে দাফন করা হত। কিন্তু তারা হযরত খাব্বাব (রাঃ)এর ওসিয়ত অনুযায়ী উনাকে দাফন করেছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্ খাব্বাবের প্রতি কৃপা করুন। তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এরপর আনুগত্যের নিমিত্তে হিজরত করেন, তিনি একজন মুজাহিদের মত জীবন যাপন করেছেন এবং দৈহিক কষ্ট

সহ্য করেছেন (অর্থাৎ তিনি দীর্ঘদিন রোগ-ভোগ করেছেন); যে ব্যক্তি পুণ্যকর্ম করে, আল্লাহ্ তার প্রতিদান বিনষ্ট করেন না!' তিনি তার কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করেন। বলেন, তোমাদের প্রতি সালামতি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী মোমিন, মুসলমান। তোমরা পূর্বে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষমান হও ও আমরা ঠিক তোমাদের পিছনে পিছনে তোমাদের সঙ্গে শীঘ্রই মিলিত হতে আসছি। হে আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং এদেরকে ক্ষমা কর। নিজ দয়া দ্বারা আমাদের সকলের রাস্তা সুগম কর। আনন্দ সংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে পরকালকে স্মরণ করে কর্ম করে যায়। আর যে ব্যক্তি নিজ প্রয়োজন শেষে সন্তুষ্টিলাভ করে এবং মহান আল্লাহর কৃপাভাজন হয়। হযরত খাব্বাব (রাঃ) ৩৭ হিজরিতে ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ
يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ،
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى
عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْ
كُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
8 May 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org